গাংনীতে মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ, শিক্ষার্থী নিহত

মেহেরপুরের গাংনীতে মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে জাভেদ আলী (১৫) নামের এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ধানখোলা ইউনিয়নের ভাটপাড়া–কচুইখালী সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

জাভেদ আলী গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামের শাহিন আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ভাটপাড়া ও কচুইখালির মধ্যবর্তী জায়গায় মোটরসাইকেল ও সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে জাভেদ আলী গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। সেখানেও তার অবস্থা আরও অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়।

ঢাকায় নেওয়ার পথে আজ সোমবার (৩১ মার্চ) ভোররাতে ঢাকার অদূরে তার মৃত্যু হয়।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানি ইসরাইল জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়েছি। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুরে নিষিদ্ধ ঘোষিত

ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের ৪ নেতা গ্রেফতার

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘণ্টায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের ২ নেতাসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের গাংনী উপজেলা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও চৌগাছা গ্রামের আনারুল ইসলাম শাহের ছেলে আশরাফুল ইসলাম ইন্টু (৩১), গাংনী উপজেলার গোপালনগর গ্রামের কামরুজ্জামানের ছেলে গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের উপ-স্কুল বিষয়ক সম্পাদক রেদানুর জামান (২০), গাংনী পৌরসভার ভিটাপাড়া এলাকার জালাল উদ্দিনের ছেলে মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য আনোয়ার আহম্মেদ রমিন (২৮) এবং একই এলাকার আব্দুল খালেক দেওয়ানের ছেলে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রচার সম্পাদক ও উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য রেজাউল করিম (২৮)।

এদের মধ্যে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রচার সম্পাদক ও উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য রেজাউল করিমকে সদর থানা পুলিশ গ্রেফতার করেছে। বাকি তিনজনকে গাংনী থানা পুলিশ গ্রেফতার করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গ্রেফতারকৃতরা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দায়ের করা মামলার এজাহারনামীয় আসামি।

শনিবার দিবাগত রাত থেকে রবিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।

আজ রবিবার (৩০ মার্চ) দুপুরে গ্রেফতারকৃত ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাদের আদালতে নেওয়া হলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের উদ্যোগে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরে জেলা যুবদলের উদ্যোগে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে ৫০০ দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

রবিবার (৩০ মার্চ) সকাল ১১টায় মেহেরপুর জেলা যুবদলের অফিস কার্যালয়ে এ ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক প্রিন্স আহমেদ ইমরান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম রিপন।

এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপু, সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান, জেলা যুবদলের সদস্য বখতিয়ার হোসেন, মেহেদী হাসান রোলেক্স, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ফিরোজুর রহমান ফিরোজ, রিপন আলীসহ জেলা যুবদলের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরে সেকালের ঈদ-মুহম্মদ রবীউল আলম

ঈদ মানে আনন্দ। ঈদ মানে উচ্ছ্বাস। ঈদ মানে উৎসব। আভিধানিক অর্থ পুনরাগমন বা বারবার ফিরে আসা। প্রতি বছর ঈদ নতুন নতুন আবহ নিয়ে ফিরে এলেও পুরনো আবেশটা ঠিকই রয়ে যায় স্মৃতির পাতায়। আমি বাড়ি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী মেহেরপুর জেলায়।

জন্ম সেখানে এবং বেড়ে উঠা সেখানে। স্মৃতিময় মেহেরপুরে কেমন কেটেছে চার দশক আগের ঈদের আনন্দের দিনগুলো? সে সম্পর্কে কিছু কথা আজকের আলোচনায় ঈদের সেই চিত্র তুলে ধরতে চাই।

আমার বাড়ি মেহেরপুরের বাসস্ট্যান্ড পাড়ায়। মেহেরপুরে সেসময়ে প্রধান ঈদের জামাত হতো দুটি। একটি পুরানো ঈদগাহ মাঠে (মেহেরপুর কলেজ ও পুরানো গোরস্থানের পাশে) এবং আরেকটি মেহেরপুর হাইস্কুলের পাশের মাঠে। এখন যেখানে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ। এই মাঠে মেহেরপুর মহকুমা প্রশাসক ও সংসদ সদস্যসহ অন্যরা ঈদের নামাজ পড়তেন। বর্তমানে শহরের প্রধান জামাত হয় ওয়াপদা রোডের কাছে মেহেরপুর পৌর ঈদগাহ মাঠে।

সেসময় ঈদ উপলক্ষে আয়োজন করা হতো মেহেরপুরে ভৈরব নদে নৌকাবাইচ, লাঠিখেলা, হাডুডু ও ফুটবল খেলার। খুবই উৎসবমুখর ছিল বিবাহিত ও অবিবাহিতদের কাবাডি বা ফুটবল খেলার। গ্রামীণ সংস্কৃতি হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসব সংস্কৃতিও হারিয়ে গেছে অনেকটা। আমাদের সময়ে মেহেরপুরে জনপ্রিয় খেলা ছিল লাঠিখেলা ও হাডুডু। ঈদের দিন ও মহররমের দিনে হতো লাঠিখেলা ও হাডুডু।

পুরানো লোকদের মুখে শুনেছি লাঠিখেলা ও হাডুডু খেলা দেখতে হাজার হাজার মানুষ গ্রাম থেকে আসতো। পিপাসিত মানুষদের মিষ্টি পানি খাওয়ানোর জন্য কুয়াতে বস্তা ভর্তি চিনি দেয়া হতো। আর মানুষ সেই পানি উঠিয়ে তৃপ্তি সহকারে খেতো আর লাঠিখেলা ও হাডুডু খেলা দেখতো।

ছোটবেলায় আমরা ঈদের দিন ভোরে আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা সুন্দর করে ঝাড়ু দিতাম। এটা আমাদের একটি পবিত্র দায়িত্ব মনে করতাম। ঈদগাহে যাওয়া লোকজন এই কাজের প্রশংসা করতেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করতেন। সেসময়ে আমাদের এলাকায় একদল ছেলেরা সারা রোজার মাসে রাত দু‘টা থেকে লোকজনকে উঠানোর জন্য মাইকে গজল গাইতো এবং বলতো উঠন ভাই-বোনেরা সেহেরী খাওয়ার সময় হয়েছে। উঠুন।

একাত্তরের ঈদের কথা মনে পড়লে কষ্ট লাগে। আমার বড় চাচা শেখ নঈমউদ্দিনের পরিবার ছিলো ভারতের নদীয়ার বড় আন্দুলিয়া গ্রামে এবং আমার আব্বা মেহেরপুর শহর সংগ্রাম পরিষদের সদস্য রইসউদ্দিন শেখ তার পরিবার নিয়ে প্রথমে বাগোয়ানে ও পরে গাংনীর আজান গ্রামে অত্মগোপন করে ছিলো। সেসময়ে আমাদের ঈদের সময় কেটেছে আজান গ্রামে ।

সে সময়ে মেহেরপুরের অনেক মানুষ ভারতে শরনার্থী শিবিরে কষ্টের মধ্যে ঈদ উদযাপন করেছে। দেশ স্বাধীনের পর মানুষের মুখে হাসি ফুটেছে।

মনে পড়ে, সেসময়ে আমার আব্বা খুব সকালে গরুর গোস্ত কিনতে যেতেন। নতুন সাবান দিয়ে গোসল করে নতুন পোশাক পরে সকলকে ডাকাডাকি করে দলবেঁধে জায়নামাজ ও বিছানোর চাদর নিয়ে ঈদগাহ মাঠে যেতাম এবং নামাজ শেষে কুলাকুলি করতাম। ঈদগাহ মাঠ থেকে ফেরার পথে পুরানো গোরস্থানে আমার দাদা রহেল শেখ ও তার বাবা থান্ডু শেখ এবং দাদিসহ অন্য সকল আত্মীয়দের জন্য দোয়া করতাম। মনে পড়ে ইমাম সাহেব বার বার বলতেন, আপনারা কবর জেয়ারত না করে কেউ বাড়ি যাবেন না।

ঈদের দিন কাটতো আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ঘুরে। মনে পড়ে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে ঈদের দিনে একটি পাগলামি করেছিলাম। সেবার দল বেঁধে চুয়াডাঙ্গার রূপছায়া সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম।

ঈদের চাঁদ দেখা নিয়েও আনন্দ উৎসাহের শেষ ছিল না। চাঁদ দেখা গেলেই পাড়া-মহল্লায় চলত সবাইকে ঈদের খবর জানানোর মিছিল। চাঁদ রাতটা যেন কিছুতেই শেষ হতে চাইত না উত্তেজনায়। ঈদের দিন সকাল হলেই গোসল করে লুকিয়ে রাখা জামাটা পরতাম। প্রচলিত ধারণা ছিল ঈদের নতুন জামা কাউকে দেখানো যাবে না। কেউ আগেভাগে দেখে ফেললে যে আনন্দটাই মাটি! সেই সময়ে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য ঈদকার্ড ও নানা রকম ভিউকার্ডের প্রচলন ছিল। ঈদের দিন শিশু-কিশোররা মিলে নানা রকম স্টিকার, ভিউকার্ডের পসরা সাজিয়ে বসতেন।

এর মাধ্যমে দুই পয়সা লাভ নয় উদ্দেশ্য ছিল আনন্দ ভাগাভাগি করা। ঈদ মানেই একটু বাড়তি স্বাধীনতা। এইদিন বন্ধুদের সঙ্গে সারাদিন টইটই করে ঘুরে বেড়ালেও থাকত না বাবা-মায়ের চোখ রাঙানি। বন্ধুরা মিলে সালামির টাকা নিয়ে ভিড় জমাতাম খেলনার দোকানগুলোতে।

মনে পড়ে, আমার আব্বা ঈদের দিন সন্ধ্যায় সপরিবারে তার বন্ধুদের বাড়িতে বেড়াতে যেতেন। ঈদের পরের দিন নানার বাড়ি মুজিবনগরের বাগোয়ান গ্রামে যেতাম। নানা-নানি ও মামাদের সাথে চমৎকার সময় কাটতো। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো ছিলো না।

আমরা সাইকেলে চড়ে অথবা অনেক সময়ে পায়ে হেটে আশরাফপুরের ভিতর দিয়ে রসিকপুর হয়ে ভৈরব নদ পার হয়ে বাগোয়ান গ্রামে যেতাম। আমার নানা ফুলবাস শেখ জমিদার কেদারনাথ বাবুর কর্মচারি ছিলেন। যার নামে

কেদারগঞ্জ হয়েছে। নানা ফুলবাস শেখের মুখে শুনেছি কেদারনাথ বাবুর মেয়ে রূপচর্চা করতে ডাবের পানি দিয়ে গোসল করতেন।

সেসময়ের ঈদের মজাই ছিলো আলাদা। বয়স বাড়ার সাথে সাথে সেই মজা যেন আর নেই। এখানকার ঈদ মানে অনেকের কাছে দায়িত্ববোধ ও আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। তবে যারা প্রকৃত ধার্মিক হিসেবে নিজে গড়ে তুলেছেন তাদের কাছে ঈদের গুরুত্ব অন্য রকম। তারা এক মাস রোজা পালন করে ঈদের দিন প্রকৃত আনন্দ খঁজে পায়। আসুন আমরা ঈদের আদর্শকে ধারণ করি। ধর্মনুসারে জীবন যাপন করি এবং গরীব দুঃখিদের সাথে নিয়ে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিই।

লেখক: সাপ্তহিক মুক্তিবাণীর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

মেহেরপুরে হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নিশিপুর জামে মসজিদের উদ্যোগে ২ শত অসহায় পরিবারের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।
গতকাল শনিবার বিকাল ৪ টার দিকে নিশিপুর জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে এ ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

হেযবুত তওহীদের ইমাম জনাব হুসাইন মুহাম্মদ সেলিম এর নির্দেশনায় এবং মেহেরপুর জেলা হেযবুত তওহীদের আয়োজনে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের অসহায় পরিবারের মাঝে এ ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এ সময় বক্তব্য রাখেন, হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের কুষ্টিয়া-মেহেরপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক সভাপতি জসেব উদ্দীন, মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি সাহারুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা সভাপতি আরিফুল ইসলাম প্রমূখ।

ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে সাহায্য করার মত সমাজে আর কোন অসহায় মানুষ খুজে পাওয়া যাবে না।

ধনীরা সম্পদ মাথায় করে দরিদ্রদের খুজে ফিরবে সাহায্য করার জন্য।

আজ মানুষ প্রকৃত ইসলাম থেকে অনেক দুরে। শুধুমাত্র কিছু আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ইসলাম।

মানুষ যদি আবার আল্লাহর দেওয়া জীবন বিধানকে মেনে নেয় তাহলে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মানুষ অনাবিল সুখ ও শান্তিতে বসবাস করবে।

মেহেরপুরে সাংবাদিকদের সম্মানে জামায়াত ইসলামীর ইফতার মাহফিল

মেহেরপুরে গণমাধ্যম কর্মীদের নিয়ে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী প্রচার ও মিডিয়া বিভাগ, মেহেরপুর শাখা।

গতকাল শনিবার বিকেল ৫টার দিকে শহরের সেভেন সেন্স রেস্টুরেন্টে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী প্রচার ও মিডিয়া বিভাগ, মেহেরপুর শাখা।

জেলা জামায়াতের প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি খায়রুল বাসারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আমীর মাওলানা তাজউদ্দিন খান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, সদর উপজেলা আমীর সোহেল রানা, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য আল-আমিন ইসলাম বকুল, জেলা ব্যবসায়ী বিভাগ সভাপতি সাইফুল ইসলাম।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজম, প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, সাংবাদিক আল-আমিন, খাঁন মোহাম্মদ রাফি, মাহাবুবুল হক পোলেন, দিলরুবা খাতুন, ফারুক মল্লিক, এস আই বাবু, আক্তার হোসেন, কামরুল হাসান, আবু রায়হান নীরব, হামিদুল হক, মিজানুর রহমান, আপু, মাসুদ, শাহিন আলম সহ স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে স্বেচ্ছাসেবক লীগের ওয়ার্ড সভাপতিকে গ্রেফতার করা হয়েছে হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত থেকে শনিবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃত আসামি হলো, টেংরামারী ০৯ নং ওয়ার্ডের মৃত জানারুল মোল্লার ছেলে টেংরামারী ০৯ নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ও বর্তমান মেম্বার মোঃ মোকাদ্দেস হোসেন (৪২)।

গ্রেফতাকৃতকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলার সর্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

মেহেরপুরে যাকাতের টাকার জন্য উপচে পড়া ভিড়, যান চলাচলে বিঘ্ন

মেহেরপুরের কাশাঁরি পাড়ায় যাকাতের টাকার জন্য মানুষের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। সকাল থেকেই সেখানে প্রায় ৬০০ থেকে ৮০০ জন মানুষ জমায়েত হয়েছে, কিন্তু দেখা মিলছে না দাতার যার ফলে রাস্তায়

যান চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে।

বিস্তারিত আসছে..

মেহেরপুর শহরে কোথায় কখন ঈদের জামায়াত

মেহেরপুর শহরে পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজের জামায়াত বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের সুবিধার্থে শহরের বিভিন্ন স্থানে জামায়াতের সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রধান ঈদ জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে পৌর ঈদগাহে সকাল ৮ টায়।

মেহেরপুর শহরের গুরুত্বপূর্ণ ঈদ জামায়াতের সময়সূচি, পুরাতন ঈদগাহ ময়দান- সকাল ৮:১৫, কোর্ট মসজিদ প্রাঙ্গণ – সকাল ৮:৩০, জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র – সকাল ৭:৪৫, থানা মসজিদ প্রাঙ্গণ – সকাল ৭:৩০, মহিলাদের জামায়াত (পৌর ঈদগাহ) – সকাল ৮:৪৫, আহলে হাদিস জামায়াত (শামজুজ্জোহা পার্ক প্রাঙ্গণ) – সকাল ৬:৪৫, উপজেলা মডেল মসজিদ – সকাল ৮:৩০ মিনিটে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে।

ঈদের খুশি সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক, এই কামনায় মেহেরপুর প্রতিদিন এর পক্ষ থেকে সবাইকে ঈদ মোবারক!

মেহেরপুরে বিএনপি নেতা ফজলুর

রহমানের উদ্যোগে ঈদ উপহার বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের ব্যবসায়ী ও বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের উদ্যোগে ২ শত অসহায় মানুষদের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার (২৮ মার্চ) সকাল দশটার দিকে সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের নীল মনি পাড়ায় এ ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়।

ব্যবসায়ী ও বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য আলমগীর খান সাতু ও আনসারুল হক।

এছাড়াও এসময় জেলা যুবদলের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দীন মনা, শামসুর রহমান সুইট, সৌরভ আসিফ ইমন, আমিজুর রহমান, মিলন হোসেন, আরিফুজ্জামান, শাহিরুল ইসলাম, মোয়াজ্জেম, নাঈমসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।